দৈনিক ইনকিলাব

26 NOV 1986

০৭

উপজেলা পরিক্রমা

লক্ষ্মীপুর সদর

।। নাসির উদ্দিন মাহমুদ ।।

মেঘনা নদীর তীরে নারকেল আর সুপারীর সুনিবিড় ছায়ায় ঘেরা লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা। ২২·৪৬ ডিগ্রি হতে ২৩·০২ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০·৪৫ ডিগ্রি হতে ৯১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত এ উপজেলার উত্তরে রামগঞ্জ, দক্ষিণে রামগতি ও সুধারাম, পূর্বে বেগমগঞ্জ, পশ্চিমে রায়পুর ও মেঘনা নদী। ৫১৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার, গড় তাপমাত্রা ২৭·৭৭ ডিগ্রি সেঃ, বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫৪ সেন্টে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৪ লাখ ৭৪ হাজার ৬শ' ৮৩। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৩৮ হাজার ১শ' ৫৯ মহিলা ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫ শ' ২৪ জন। প্রধান নদী মেঘনা, প্রধান খাল রহমতখালী, ফোড়াখালী, ওয়াপদা, কোরালিয়া, ভুলুয়া, মহেন্দ্র, জকসিন, দরবেশপুর ও গকুলার খাল। এখানে পৌরসভা ১টি, ইউনিয়ন পরিষদ ১৮টি, গ্রাম ২৪১টি, তহশিল অফিস ৭টি, ব্যাংক ১৭টি, পশু চিকিৎসালয় ১টি, উপকেন্দ্র ৩টি, পাবলিক লাইব্রেরী ১টি, পুকুর ৫৭৬০টি, পত্র-পত্রিকা সাপ্তাহিক ৩টি।

কৃষি

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা কৃষিক্ষেত্রে এখনো অনেক অনগ্রসর। এখানে প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে ধান, পাট, মরিচ, আলু, ইক্ষু ও গম। সেকেলে ধরনের কৃষি পদ্ধতি আজও প্রচলিত। মোট জমির পরিমাণ ৯০ হাজার একর। এর মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৪১৮২৯ একর। পতিত জমি ৪ হাজার ৪শ' ৭০ একর। আবাদযোগ্য অনাবাদী ২ হাজার ৮শ' ৪০ একর। আবাদ অযোগ্য ৩০ হাজার একর। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের অভাবে এখানে লক্ষ্যমাত্রায় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে না। গভীর ও অগভীর নলকূপ নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থা

কৃষির মত শিক্ষার দিক দিয়েও এ উপজেলা তেমন উন্নত নয়। মোট ৬৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ৪টি কলেজ, ৩৭টি হাইস্কুল, ২১টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ২৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩৭৭টি বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা। শিক্ষার হার ২৬·৫%। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা করুণ। বিশেষত বিএসসি শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। খেলাধূলার সুব্যবস্থা নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টির অভাবে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

যোগাযোগ

উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক ও জলপথ—এখানে কোন বিমান বা রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজন মত রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট ইত্যাদি না থাকায় উপজেলাবাসীর দুর্ভোগের সীমা নেই। সংস্কারাভাবে লক্ষ্মীপুর, রামগতি, রায়পুর, রামগঞ্জ ও চৌমুহনী সড়কসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাটের অবস্থা এতই খারাপ যে সড়ক দুর্ঘটনা এখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। পথচলাও রীতিমত ঝুঁকিপূর্ণ। আয়তনের তুলনায় মোট ৪৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০৪১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা এবং ১৬ কিলোমিটার নদীপথ রয়েছে। খননের অভাবে খালগুলো নৌ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

চিকিৎসা

উপজেলার একমাত্র লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা ৫০। হাসপাতালে রোগীদের ওষুধ ও পথ্যের অভাব। ওষুধপত্র বাইরে কালোবাজারে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। ডাক্তারদের অনেকে বাইরে পাবলিক কলে ব্যস্ত থাকেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে রোগীরা সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। সাব সেন্টার ৩টি, ডিসপেনসারি ৪টি, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৯টি মাতৃসদন ২টি। সক্ষম দম্পতি ৯৪ হাজার। চিকিৎসালয়গুলোতে ওষুধের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না। চিকিৎসার অভাবে প্রতি বছর বহু গবাদি পশু মরতে দেখা যায়। আর হাঁস-মুরগীর মড়ক তো লেগেই রয়েছে।

হাট-বাজার

উপজেলায় মান্দারী বাজার, দালাল বাজার, জকসিন বাজার, দত্তপাড়া বাজার, হাজিরপাড়া বাজার, চন্দ্রগঞ্জ বাজার, পিয়ারাপুর বাজার, ভবানীগঞ্জ বাজার, আমিন বাজার, জুগির হাট, গুডলির হাট, গোলের হাট, দাসের হাটসহ ছোট-বড় ৩০টি হাট-বাজার রয়েছে। হাটবাজারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় ক্রেতা ও দোকানদারদের দুর্ভোগ অন্তহীন। ইজারাদারদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বিদ্যুৎ

লক্ষ্মীপুর শহরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। প্রতিদিন গড়ে ৭/৮ ঘন্টা লোড শেডিং চলে। ফলে জনজীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসে। গ্রামতো দূরের কথা, সমগ্র পৌর এলাকায়ও অদ্যাবধি বিদ্যুৎতায়ন করা হয়নি। বিদ্যুতের অভাবে শিল্পকারখানাসহ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে।